

## বনমালি অবনী ঠাকুরের চিন্তাভাবনা

কাজী জহিরুল ইসলাম

ওপরতলাটা খালি। সিগারেট টানতে টানতে হেঁটে যায় বেহেড মাতাল  
খালি না, খালি না, দুই শয়তান বাতাশে পা দোলায় কার্নিশে বসে  
তখন বৃষ্টি হয়। শয়তানের মাথা ভেজে না, পায়ের পাতা চুইয়ে বৃষ্টি পড়ে  
বাগানে শিশুদের মাথা কাকভেজা হয়। ওরা স্কুলের দিকে  
হাঁটতে হাঁটতে কদমফুল হয়ে যায়। ওপরতলায় কিছু ছিল।  
কিছুদের ছায়া রোদে শুকোতে দেন বৃদ্ধ বনমালি অবনী ঠাকুর  
আসছে গ্রীষ্মকালে বাগানের ওপর ছায়াদের মশারী খাটাবে, রোদ্দুর ঠেকাতে

ওপরতলাটা একদম খালি, বলতে বলতে রোদ্দুরে হাঁটেন একজন পথচারী  
একখান ছায়া পিছু নেয় একজন লেংটা বাবা দয়াল গণি শা'র  
বটগাছের পাতা বাড়ে, শেকড় বাড়ে, বুড়ি নামে বেহেশতের বাগান থেকে  
কঙ্কির ধোয়ার ভেতর খোদার আরশ দেখেন একদল ধোয়াবিশারদ, সত্তরখান ছরপরী নৃত্যমুদ্রারত  
জেকেরের ধ্বনিতে বিস্ময়িত হয় ধর্মনিরপেক্ষতা, ওয়ানডে সিরিজে কেঁপে ওঠে বাংলাদেশ  
মাজার ফেটে তখন বের হয়ে আসেন বাবা শাহজালাল, শাহপরাণ  
আশির্বাদে তুলাদন্ড বাইশহাত গরদের ভেতর লুকিয়ে ফেলে কিছু অভিজ্ঞ বদমাশ

ওপরতলাটা একদম খালি, বলতে বলতে হাডসন রিভারে হাঁটেন এক পাদ্রীবাবা  
খালি না, খালি না, দুটি শাদা দাঁড়কাক সন্ধ্যার ডানা ঝারে ওইখানে বসে  
ঠোটে ঠোঁট লাগিয়ে চিয়াঁস করত: ডানার গন্ধক ঝেঁরে ফেলার কসরত, ফ্রাইডে নাইট  
গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে দাঁড়িয়ে শান্তি শান্তি ইয়ার্কি মারে নীল পতাকার সারি  
হাতে গন্ধকপোড়া ছাই মেখে দাড়িঅলা সৌদিটাকে ধরতে পাঠানের দেশে হাঁটু যায়  
ডানা যায়, পেঙ্গুইন যায়। গহীন মরুতে মুখ গুঁজে পেঙ্গুইন, হয়।  
গুহাবিদ্যাবিশারদ গুহার ভেতরে কর্তাল বাজিয়ে গান 'হাওয়া হাওয়া'  
হাওয়ায় উড়তে থাকে বারো হাত পাগড়ির শুভ লেজ....মরুপর্বতগুহাগোল্লাছুট খেলা

ওপরতলায় কেউ আছে, না-কি নেই? দ্বন্দ্বের আবর্তে ঘোরে অবনী ঠাকুর  
একটা 'টু-লেট' ঝোলানো খুব জরুরী। বাগানের পরিচর্যায় মন দেওয়া যাক এবার।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৮/০৪/০৬